ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াং॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥

হে শৌনক! মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রেম-ভক্তিযোগে সমাহিত নির্ম্মল-চিত্ত সর্ব্বশক্তিপূর্ণ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পৃষ্ঠদেশবর্ত্তিনী অপকৃষ্ট আশ্রয়া মায়াকে দর্শন করিয়াছিলেন। যে মায়াদ্বারা বিমোহিত হইয়া আত্মা (জীব) স্বরূপে মায়াতীত চৈতন্য হইয়াও নিজেকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া অভিমান করে এবং সেই অভিমানজন্য নানাবিধ অনর্থ ভোগ করিয়া থাকে। এস্থানে প্রেমভক্তি-বিভাসিত হৃদয়ে যে শ্রীভগবানের-আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহাই দেখান হইল। এস্থানে যদ্যাপি জ্ঞান, ভক্তিবিশেষ ও পূর্ণাভক্তিতে পরতত্ত্বের সাম্মুখ্যে অবিশেষরূপেই বর্ণন করা হইয়াছে, অর্থাৎ এই তিনটি উপাসনাকেই পরতত্ত্ববৈমুখ্যের প্রতিযোগী অর্থাৎ বিরোধীরূপে দেখান হইয়াছে, তথাপি ১০।১৪।৪ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতিকরতঃ বলিয়াছিলেন—

শ্রেয়ঃ স্মৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধলুব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূল-তুষাবঘাতিনাম্॥

হে প্রভো! যাহারা নিখিল অভ্যুদয় ও মোক্ষরূপ মঙ্গলসমূহের জননী ভক্তিকে তুচ্ছ বুদ্ধিতে অনাদর করতঃ কেবল জ্ঞানলাভের জন্য আসন, যম, নিয়ম, প্রত্যাহার প্রভৃতি সাধনে ক্লেশ স্বীকার করিতেছে, তাহাদের সে সকল ক্লেশ কেবল ক্লেশপ্রদই হইয়া থাকে; কিন্তু বস্তুর অনুভব করাইতে পারে না। যেমন, বলবান ব্যক্তি অল্প পরিমাণ ধান্য দেখিয়া তুচ্ছ বুদ্ধিতে রাশি রাশি তুষ অবঘাতন করিলেও একটিও পুষ্কল তণ্ডুল লাভ করিতে পারে না—কেবল হস্তবেদনাই লাভ হইয়া থাকে, তেমনই অনায়াসে সাধ্য-ভক্তিকে অনাদর করিয়া কেবল জ্ঞানলাভের জন্য অর্থাৎ বিজ্ঞতামাত্র-পর্য্যবসায়ী জ্ঞানসাধনে সাধকের তেমনি অবস্থা ঘটিয়া থাকে।

এই শ্লোকে ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, ১১।২০।৩১ শ্লোকেও—

তস্মাদ্ মদ্‌ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ সদাত্মনঃ,
ন জ্ঞানং নচ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ।